স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ১৫ই মাঘ বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 29th Jan. 1964 | ৩৩শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে কুলও ভরবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

বিপুলতা আছে।

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়. নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে

জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ষ্টুডেণ্টস্-ফেভারিট-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই মাঘ বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

সাধুর বেশে চোর

—০—

মহাত্মা তুলসীদাস তাঁহার রচিত দোঁহাতে লিখিয়াছেন—

"তন্‌কো যোগী সব কোই করে,
মন করে না কোই।
সহজে সো সিধ পাওয়ে
যো মন-যোগী হোই॥"

অর্থ—তনুকে অর্থাৎ দেহকে অনেকেই যোগীর মত সাজে সাজাইতে পারে, কিন্তু মনকে যোগী ক'জন করিতে পারে? যে মনকে যোগী করিতে পারে সেই সহজে সিদ্ধিলাভ করে।

একদিন দেবর্ষি নারদ নারায়ণের নিকট নিবেদন করিলেন—প্রভু! বৃন্দাবনে যমুনার তীরে বহুবিধ সাধনায় রত সাধু দেখিয়া, আর তাঁহাদের বচনামৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইলাম।

নারায়ণ—ওদের মধ্যে অধিকাংশই সাধু-বেশী ভণ্ড, দু' একজন সাধু আছেন। তুমি সহজেই পরীক্ষা করিতে পারো—কে সাধু কে চোর। ওদের যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই বলিবে নারায়ণের ধ্যান করিতেছি। তুমি তখন তার কাছে বলিবে—আমি নারায়ণের নিকট হইতে আসিতেছি—তিনি হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছেন। যদি কোনও ভক্ত তাঁর কলেজা উঠাইয়া আমাকে দিতে পারেন, আমি ধন্বন্তরিকে দিলে তিনি নারায়ণকে নিরাময় করিয়া দিবেন।

নারায়ণের কথা শুনিয়া নারদ যমুনাতীরে উর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে সাধনায় রত সাধু হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধবাহু, কাণকাটা, জটাবল্কলধারী, গীতা রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে রত প্রত্যেক সাধুর নিকট গিয়া তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। কলেজা কাটিয়া দিতে কেহই রাজি হইল না। লাম্পট্য দোষে দুষ্ট অন্ধ বিল্বমঙ্গল এবং পতিতা চিন্তামণি তখন যমুনাতীরে অনুতপ্ত চিত্তে সাধনায় রত। বিল্বমঙ্গল নারদের প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন—নারায়ণের হৃদয় কোনও কালেই নাই—তার রোগ হইবে কি? তাঁর হৃদয় থাকিলে মা জানকীকে রাম অবতারে অতো কষ্ট দিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ অবতারে মথুরায় রাজা হইয়া, মা-যশোদা, পিতা-নন্দ, শ্রীমতী রাধিকাকে যে কষ্ট দিয়াছেন, হৃদয় থাকিলে তাহা কখনই পারিতেন না। আপনি তাঁহার হৃদ্‌রোগের কথা বলিয়া ছলনা করিতেছেন। পতিতা সরলপ্রাণা চিন্তামণি নারদের কথা শুনিবা-মাত্র বলিলেন—বাবা! আমি পতিতা, হীনা, বেশ্যা। আমার কলেজা কি নারায়ণের কাজে লাগিবে? বাবা! যদি লাগে, আমার কাছে ছুরি নাই একখানা ছুরি আনিয়া দিন, আমি এখনই আমার কলেজা কাটিয়া দিব। নারদ বলিলেন—মা, আমি নারায়ণের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া শীঘ্রই আসিব—বলিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

নারদ বৈকুণ্ঠে গিয়া নারায়ণের কাছে বলিলেন, —বহু প্রকার বুজরুক-ওয়ালা সাধু দেখিলাম—সব ধনাগম ব্যতীত অন্য কোনও সাধনা করে না মাত্র একটি অন্ধ এবং একটি পাততাই তোমার ভক্ত দেখিলাম।

নারায়ণের হৃদ্‌রোগের অছিলা করিয়া নারদ যেমন যমুনাতটের ভণ্ড সাধুদের চরিত্র বুঝিতে সক্ষম হইলেন, আমাদের—

বঙ্গ-জননীকো সন্তান বহু বহু
গণনমে নাহিক ওড়।
মিঠি মিঠি বাত শুনি ক্যায়সে ঠাওর করি—
কৌন্ জন সাধু কৌন্ চোর।

রাষ্ট্রপতি হইতে আরম্ভ করিয়া অকৃত্রিম কংগ্রেস-সেবিগণ সকলেই ধাঁধায় পড়িয়াছেন। দেশের কর্ত্তব্যপরায়ণ শাসক এবং বিচারকগণ একটু মেহনৎ স্বীকার করিলে রাষ্ট্রনায়ক-বেশী বহু রাষ্ট্রদ্রোহীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হইবেন।

দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনকে যে সমস্ত সুশাসক কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যদি স্বাধীনতা লাভের পর কেবলমাত্র টিনের "পারমিট"-রূপ সৌভাগ্য লাভে ধন্য ব্যক্তিগণের পারমিটের নম্বর ধরিয়া, যে ব্যবসায়ীর আড়ত হইতে টিন খরিদ হইয়াছে, তাঁহার নিকট হিসাব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে কি মাপের টিন কত খানা তিনি লইয়াছেন। তিনি যে ঘরে সেই টিন ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই ধরা যাইবে—তত খানা টিন তাহাতে আছে কি না। যদি টিন ব্যবহার না হইয়া থাকে তবে ওজনে বা গণনায় ঠিক ধরা পড়িবে। একজনের বাড়ীর টিন দেখাইয়া পাড়া শুদ্ধো লোক যাহাতে সাধু না সাজিতে পারে সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। স্বয়ং তদন্ত করিলে ঠিক ধরা যাইবে। অমুক "টু এন্‌কোয়ার এণ্ড রিপোর্ট" এই সনাতন প্রথার মধ্যে অনেক গলদ আছে, তাহা পাপমুখে বলাও অপরাধ। অনেকের নামে কোনও "হোল্ডিং" নাই, অথচ তিনি টিন ও সিমেণ্টের পারমিট পাইয়াছেন এ সংবাদও শোনা যায়। সাধু-বেশী চোর একটি ধরিতে পারিলেও শাসককে সাধারণে আশীর্ব্বাদ করিবে।

বার্ষিক দৌড় ঝাঁপ

গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষে বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক দৌড় ঝাঁপ প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের যোগ্যতানুযায়ী অংশ গ্রহণ করে ও শৃঙ্খলার সহিত তাহাদের খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দেয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় মহকুমা শাসক শ্রী বি, কে, রায় চৌধুরী মহাশয়। সভাশেষে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষক মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই প্রতিযোগিতায় "খ" বিভাগ হইতে নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শ্রীপ্রশান্তকুমার সাহা ব্যক্তিগত চাম্পিয়নশিপ লাভ করে।

অনিবার্য কারণে আমরা গত ৮ই মাঘ ইং ২২শে জানুয়ারী তারিখের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রকাশ করিতে পারি নাই, তজ্জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে ১০ লক্ষ মুসলমান ও ২৪ লক্ষ হিন্দুর ভারতে প্রবেশ

সেন্সাস কমিশনার শ্রীঅশোক মিত্রের হিসাবমত ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যে দশ লক্ষেরও বেশী মুসলমান পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। অধিকাংশই আসিয়াছে বে-আইনীভাবে। এই বে-আইনী পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার, বিহারে ৩ লক্ষ, আসামে ২ লক্ষ ২০ হাজার, ত্রিপুরায় ৫৬ হাজারেরও বেশী মুসলমান অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দু আসিয়াছে ২৪ লক্ষ তাহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে ১৫ লক্ষ ৮৪ হাজার, আসামে ৫ লক্ষ ২৭ হাজার, ত্রিপুরায় ২ লক্ষ ৬৭ হাজার।

এই বহিরাগতদের মধ্যে বেশীর ভাগ আসিয়াছে নোয়াখালি জেলা হইতে। দশ বৎসরে ৪ লক্ষ মুসলমান নোয়াখালি ত্যাগ করিয়া এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ছাড়া বরিশাল হইতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার, কুমিল্লা হইতে ২ লক্ষ ৬০ হাজার, ফরিদপুর হইতে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার, শ্রীহট্ট হইতে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ও ময়মনসিংহ হইতে ১ লক্ষ ১৫ হাজার, মুসলমান আসিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান আদমসুমারী রিপোর্টেই এই তথ্য সমর্থিত হইবে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর হইতে ১৯৫০ পর্য্যন্ত এবং ১৯৬১ সালের পর কতসংখ্যক মুসলমান বা হিন্দু পাকিস্তান হইতে ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা জানা যায় না।

এখন প্রশ্ন—১। এই অনুপ্রবেশকারীরা ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়াছে কি না? ২। ইহারা কি ভাবে কোথায় আছে? ৩। ইহারা ভারতে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছে কি না? ৪। পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের পাকিস্তানে প্রেরণ করা হইবে কি না? পশ্চিম বাংলায় খাদ্য ঘাটতির প্রধান কারণ ভারত বিভাগ এবং উদ্বাস্তু আগমন এবং অন্যতম কারণ এই সকল বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীর দল, আরও কারণ শিল্প ও ব্যবসায়ের জন্য অবাধে অবাঙ্গালীর আগমন। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে এবং শুধু চীৎকার করিতেছে ইহাতে খাদ্য ঘাটতির সমাধান হয় না। খাদ্য ঘাটতির মূল কারণ দূর করা দরকার।

সিউড়ী বড়বাগানের মেলা

সংবাদে প্রকাশ যে আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারী বীরভূমের বহুখ্যাত বড়বাগানের মেলা বা কৃষি, শিল্প ও পশু প্রদর্শনী এবার আবার অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এবার সিউড়ী পৌরসভার উদ্যোগে এই মেলার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরলোকগমন

বিগত ১২ই জানুয়ারী আজিমগঞ্জের বিখ্যাত ধনী নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলাক্ষা মহাশয় ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দেশপ্রেমিক, শিক্ষাব্রতী, ক্রীড়ামোদী ও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আট পুত্র, পাঁচ কন্যা, বিধবা পত্নী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আজিমগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়, বালিকাদের প্রাইমারী স্কুল নওলাক্ষা পরিবারের দানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বহুদিন 'নওলাক্ষা শীল্ড' পরিচালনা করিয়াছিলেন।

প্রজাতন্ত্র দিবস

দক্ষিণগ্রাম পল্লী উন্নয়ন সমিতি ও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র, বন্যেশ্বর জুনিয়র ও সিনিয়র বেসিক স্কুলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় "প্রজাতন্ত্র দিবস" উদ্‌যাপন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭টায় নিজ নিজ ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ব্যাণ্ডপার্টি, বিদ্যালয়ের এ, সি, সি, ক্যাডেট এবং সমিতির সভ্যবৃন্দ কোদাল ও ঝুড়ি হস্তে রাস্তা সংস্কার করিতে করিতে একটি বিরাট শোভাযাত্রা দক্ষিণগ্রাম, বন্যেশ্বর, খৈরাটী ও বেলড়িয়া পরিভ্রমণ করে। পরিশেষে সমিতির প্রাঙ্গণে এক সভায় বিভিন্ন বক্তাগণের ভাষণ দানের পর সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

বীরভূমের প্রবীণ কংগ্রেস কর্ম্মীর জীবনাবসান

গত ২৪শে ডিসেম্বর ভোর রাত্রে বীরভূমের বিপ্লবী নেতা শ্রীরাজেন্দ্র সিংহ পাইকরস্থ নিজ বাটীতে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে দুই পুত্র, তিন কন্যা, স্ত্রী ও অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বয়স একাশী বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বীরভূমবাসী একজন বিপ্লবী কর্ম্মবীরকে হারাইল।

শিক্ষক আবশ্যক

নূতনগঞ্জ পি, কে, জুনিয়র হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। উক্ত পদের জন্য নিম্নতম যোগ্যতা হইবে যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি, শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীর আবেদন অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শ্রীশম্ভুনাথ সরকার, সম্পাদক
নূতনগঞ্জ পি, কে, জুনিয়র হাই স্কুল।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪

১৯৬৩ সালের ডিক্রীজারী

২৩ স্বত্ব ডিঃ মোহিনীমোহন রায় দিং দেং হাজি আফাতুল্লা মণ্ডল দিং দাবি ৫৪ টাকা ৮৩ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ৪২ শতকের কাত ১৷৷৵১০ আঃ ২৫০ টাকা খং ৩৫১

অমিয় মেডিক্যাল কোম্পানী

অরঙ্গাবাদ

সুবিধা দরে ঔষধ পাইবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান

বিঃ দ্রঃ—জঙ্গিপুর মহকুমার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, এম-বি-বি-এস, ডি-টি-এম (কলিঃ), ডি-জি-ও (ডবলিন) ডি-ও (লণ্ডন) প্রত্যেক বুধবার আমাদের ফার্ম্মেসীতে আসিয়া রোগী দেখিয়া থাকেন। জিয়াগঞ্জ মহিলা হাসপাতালের যাবতীয় ঔষধ পাইবেন।

বিনীত—অমিয়কুমার দাস

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

★আই,সি,আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ডাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

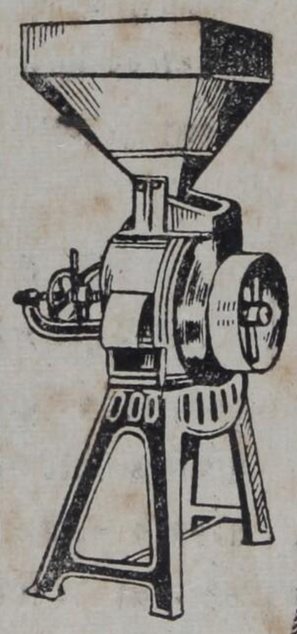

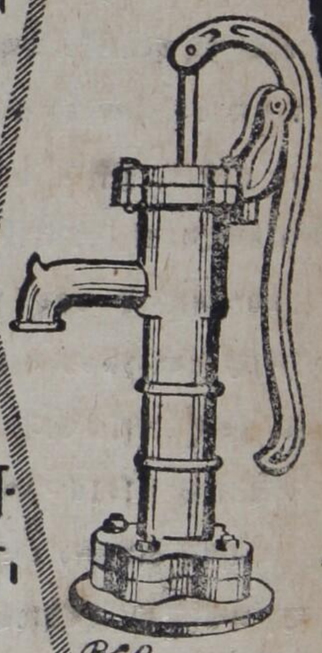

বিক্রেতা:-

কুণ্ডু হার্ডওয়্যার ষ্টোর্স
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।